সৌদির সঙ্গে মিল রেখে শরীয়তপুরের বিভিন্ন জায়গায় ঈদ উদযাপন

সংগৃহীত ছবি

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সময় মিলিয়ে শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। জেলার অন্তত ৫০টি গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লি এই আয়োজনে অংশ নিয়েছেন।

শুক্রবার (২০ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯টায় নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে পাশের আরেকটি মাঠেও পৃথক জামাতের আয়োজন করা হয়। প্রধান জামাতে ইমামতি করেন শাহ সুফি সৈয়দ বেলাল নূরী আল সুরেশ্বরী এবং অন্য জামাতে ইমামতি করেন মাওলানা মো. জুলহাস উদ্দিন।

স্থানীয়রা জানান, ভেদরগঞ্জ উপজেলাসহ সুরেশ্বর, কেদারপুর, চাকধ ও চণ্ডীপুর এলাকার মুসল্লিরা বহু বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রোজা ও ঈদ পালন করে আসছেন। প্রায় দেড়শ বছরের এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও তারা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের একদিন আগে ঈদ উদযাপন করছেন।

নামাজ শেষে মুসল্লিরা দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। পরে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন সবাই।

সুরেশ্বর দরবার শরীফের গদীনশীন পীর শাহ মুজাদ্দেদী সৈয়দ বেলাল নূরী বলেন, পৃথিবীতে চাঁদ একটিই, তাই বিশ্বের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তারা সেই হিসাবেই রোজা ও ঈদ পালন করেন। প্রতিবছরের মতো এবারও জেলার বিভিন্ন গ্রামের মুসল্লিরা আগাম ঈদ উদযাপন করেছেন।

আগাম ঈদ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।